بسم الله الرحمن الرحيم

তুচ্ছ থেকে উচ্চে উঠার ডাক

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

০ জীবনে যত উপরে ওঠা যায় ততই সম্ভাবনার দ্বার খুলে যায়। এতে শুভ অশুভ দু-ই থাকে। অশুভের বড় দিক হলো নীচে পড়ে গেলে ক্ষয়-ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা। এর যথার্থতা দৈহিক জীবনেই শেষ নয়। সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা আদর্শিক জীবনেও এর ব্যাপক অবস্থান। তাই ব্যক্তি, বংশ, দেশ-জাতি, উম্মাহ্ কোন কিছুই এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া মুক্ত নয়। উদাহরণ নেয়া যাক। গাছ বা উঁচু দালান থেকে পড়ে দু'চার জন হাত পা ভাংগে, কেউ হয়ত মারাও যায়। খুব উঁচু দিয়ে যাওয়ার দরুন প্লেন ক্রাসে কচিৎ কোন যাত্রী রক্ষা পায়। সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক জীবনে যারা যত উচ্চ স্তরে ও মর্যাদায় আসীন থাকেন তাদের পতন ততই ক্ষতিকর এমন কি চরম দুর্নাম এবং কলংকের কারণ হয়। দেশ, জাতি ও উম্মাহ্ হিসেবে সাধনা দ্বারা বিশ্ব-দরবারে যত উচ্চ মর্যাদায় উপনীত হন তাঁদের পরবর্তীদের পতনও তেমনি দুঃসহ দুঃখ দৈন্য ও অমর্যাদার কারণ হয়। ইতিহাস এর যথেষ্ট সাক্ষ্য ধারণ করে চলেছে।

০ উল্লেখিত প্রেক্ষিতে মোসলেম উম্মাহ্র উত্থান পতন বিবেচনা করা যাক।

সূরা আলে ইমরানের ৯ রুকূতে আল্লাহ্ বলেন :

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত যাহাকে মানব জাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে ও তোমরা ন্যায়-সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবং অসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহ্তে বিশ্বাস রাখ।'

আল্লাহ্র রসূল (সাঃ) বলেছেন :

'নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারীস হন, কিন্তু তারা নবীদের নিকট থেকে কোন দীনার বা দিরহামের ওয়ারীস হন না বরং ইলমের (জ্ঞানের) ওয়ারীস হন।'

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস বড়ই তাৎপর্যবহ ও মহাকল্যাণের উৎস। এসবে হুযূর (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান অনুগামীদের বিশেষ করে আলেমদের উচ্চতম স্থান ও মর্যাদার কথাই বলা হয়েছে। লক্ষাধিক নবী-রসূলদের মধ্যে হযরত নবী করীম (সাঃ) যেমন শ্রেষ্ঠ তেমনি তাঁর (সাঃ) উম্মতগণও। বিষয়টি এখানে শেষ হলে সব কিছুই আনন্দের হতো। পরবর্তী উম্মতরা নিষ্ঠা ছেড়ে দিবে না বা শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য আল্লাহ্ যেসব শর্ত দিয়েছেন ওসবের প্রতি কখনও অবহেলা দেখাবে না এমন কথা কুরআন হাদীসের কোথাও বলা হয় নি। তা'ছাড়া কোন অবস্থাতেই তাদের পতন হবে না—এ নিশ্চয়তাও কুরআন হাদীসে মিলে না। আল্লাহ্ কুরআনের হেফাযতের পূর্ণ দায়িত্ব নিজ হাতে নিয়েছেন। মুসলমানদের পতন না হওয়ার কোন দায়িত্বই তিনি নেন নি। বস্তুতঃ মোমেন হওয়া না হওয়া মানুষের স্বাধীনতার আওতাভুক্ত রেখেছেন। এজন্যেই মানুষের বিচার হবে। শেষ বিচারের ভার তাঁর হাতেই রক্ষিত আছে।

০ নানাভাবে আল্লাহ্ মানব জীবনের উত্থান পতনের কথা বলেছেন। পতন হতে বাঁচার নির্দেশনাও দিয়েছেন। এখানে কিছু উল্লেখ করা হলো :

(১) 'আমি তো সৃষ্টি করিয়াছি মানুষকে সর্বোৎকৃষ্ট উপাদানে অতঃপর আমি তাহাকে

হীন হইতে হীনতম স্তরে ফিরাইয়া দিই কিন্তু তাহাদিগকে নহে যাহারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, অতএব তাহাদের জন্য রহিয়াছে অফুরন্ত প্রতিদান'। (সূরা ত্বীন)

(২) 'তোমাদিগের মধ্যে যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিতেছেন যে, তিনি তাহাদিগকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব (খেলাফত) দান করিবেনই'। (সূরা নূর)

(৩) 'মহাকালের সাক্ষ্য, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ। কিন্তু উহারা নহে, যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সূরা আসর)

(৪) 'যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল অতঃপর উহা তাহারা বহন করে নাই। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ'। (সূরা আল জুমুআ)

উদ্ধৃত প্রথম আয়াতে মানব জীবনের সম্ভাবনার শুভ ও অশুভ দু'টো দিকের উল্লেখ আছে। ঈমান এনে সৎকর্মের মাধ্যমে শুভ দিকটার বিকাশ ঘটাতে হয়। এতে অফুরন্ত প্রতিদানের কথাও রয়েছে। নতুবা নীচাদপি নীচে পতিত হয়। দ্বিতীয় আয়াতে যারা ঈমান এনে সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদেরকে খেলাফত দানের ওয়াদা দিয়েছেন। আল্লাহ্ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। বস্তুতঃ আল্লাহ্ ওয়াদা ভঙ্গ করেন এরূপ ভাবাও মহা অন্যায়। মুসলমানদের মধ্যে হতে কেন খেলাফত উঠে গেলো এর সহজ সরল অর্থ দাঁড়ায়, হয় তাদের ঈমানে বা আমলে অথবা উভয়টিতেই বড় রকমের ত্রুটি বাসা বেঁধে আছে। এসব ত্রুটি দূর না করে আন্দোলন দ্বারা যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না তাতো বার বার প্রমাণিত হয়েছে। খেলাফত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আল্লাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন আর বান্দাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঈমান এনে সৎকর্ম করার শর্তে। এ জামানার 'বান্দারা' নিজেদের সংশোধনের চেয়ে আন্দোলনে এতই পটু যে, তারা এর দ্বারা আল্লাহ্কে দাবী মানিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় (?)! তৃতীয় আয়াতে ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার সাথে সত্যের প্রচার ও ধৈর্য ধারণের তাগিদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ব নবীর মহান শিক্ষা ও আদর্শকে বিশ্বময় প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অতীব ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা এজন্য বিভিন্ন ধর্মের বহু বর্ণের, দেশের ও ভাষার, বহু আবহাওয়ায় বসবাসকারী ভিন্ন স্বভাব ও ভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে লালিত লোকের কাছে যেতে হবে। তাদেরকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে নিজের কথা তথা সত্যকে তুলে ধরতে হবে। প্রত্যাখ্যান করলে অগ্নিশর্মা হলে চলবে না। গ্রহণ করলে তাদেরকে তালীম তরবীয়ত দিতে হবে। এর সবটাতেই ধৈর্য অপরিহার্য। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কখনও ধৈর্যচ্যুত হন নি। ধৈর্য মোমেনের বড় মূলধন। চতুর্থ আয়াতটি মোমেনের জন্য খুবই গুরুত্ববহ। কুরআন যখন ইতিহাস হতে কোন দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তখন এর তাৎপর্য সুদূর প্রসারিত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ দৃষ্টান্তে শুধু হেদায়াতই থাকে না ভবিষ্যদ্বাণীও থাকে। অর্থাৎ তোমরা যদি তাদের ন্যায় আচরণ করো তবে তোমাদের অবস্থাও তাদের মতই হবে। সোজা কথায় এখানে বলা যায় তোমরা কুরআনে দেয়া দায়িত্ব পালন না করলে তোমরাও তাদের ন্যায় 'পুস্তক বহনকারী গর্দভে' পরিণত হবে। আল্লাহ্ সূরা ফাতেহায় এর সুস্পষ্ট ইংগিত দিয়েছেন: যেমন—

'তুমি আমাদিগকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত কর, তাহাদের পথে যাহাদিগকে তুমি পুরস্কৃত করিয়াছ, কোপগ্রস্তদের পথেও নহে, এবং পথ ভ্রষ্টদেরও (পথে) নহে।'

কোপগ্রস্ত ও পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা ও দরজা খোলা আছে বলেই

সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ এই প্রার্থনাকে এতো গুরুত্ব দিয়েছেন যাতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে বার বার তা স্মরণে আনি।

০ মোসলেম উম্মাহ্র পতনের সম্ভাবনা যে কত ভয়াবহ হয়ে বাস্তবে রূপ নিবে তা নিম্নে উদ্ধৃত হুযূর (সাঃ)-এর হাদীসে পাওয়া যায়:

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হইবে। তাদের মধ্য হইতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে।" (বায়হাকী, মিশকাত)

চতুর্দিকে তাকালে বিশেষ করে মোসলেম জাহানের চূড়ান্ত অধঃপতনের কথা। ইরাক ইরানে যুদ্ধ, আফগানিস্তানের জঘন্যতম গৃহ-বিবাদ, দুই ইয়ামেনের একীভূত হয়ে পুনরায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ইসলামি ভ্রাতৃত্বের চরম অবমাননার উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়। ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত নতুন দেশ পাকিস্তানের আলেমরা ইসলামি আদর্শে দেশ ও সমাজ গড়ায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় বহন করছে। বিবেচনা করলে এই জামানাই যে 'সেই সময়' তা বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না। আল্লাহর প্রিয়তম রসূল (সাঃ) যাদেরকে 'নিকৃষ্টতম জীব' বলেছেন তাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট তথা শুভ-সুন্দর-মহৎ কিছু কখনোই আশা করা যায় না। বরং এরূপ করতে যাওয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নবীর প্রতি আস্থাহীন হওয়াই নয়, চরম বোকামিও বলা যায়। প্রকৃতিতে প্রায়ই দেখা যায়, যে জিনিষ যত ভাল তা পচলে তত বেশী দুর্গন্ধ হয়। মোসলেম উম্মাহ্র বেলাতেও এ কথা খাঁটে। যতই বেদনাদায়ক হউক না কেন একথা স্বীকার করতেই হবে তারা কতো উচ্চ হতে কতো তুচ্ছে পরিণত হলো।

০ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাও একই কথা ঘোষণা করছে। ইসলাম অর্থ শান্তি। তাই ইসলামকে বলা হয় শান্তির ধর্ম। ইসলাম গৃহে, পথে-ঘাটে, চেনা-অচেনা সবার জন্য সর্বত্র শান্তি কামনার ধর্ম। বসতে সালাম, উঠতে সালাম, হাঁটতে সালাম, আসতে সালাম, যেতে সালাম। সালাম দিয়েই কালাম (কথা) শুরু হয়। তবু মোসলেম বিশ্বে শান্তি ঘর ছাড়া, সমাজ ছাড়া, দেশ ছাড়া। কারণ বোধ হয় উচ্চারিত সালামের সাথে আচরণের সংযোগ ও সমন্বয় নেই। সংযোগ ও সমন্বয় সাধন দ্বারা শান্তিকে পুনর্বাসিত করা যাবে এই দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের আছে। ইসলাম আরো বুঝায় স্রষ্টার কাছে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে মোমেনের জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ একাগ্রচিত্তে মেনে চলা ও পালন করা এবং নিজের খেয়াল খুশীর পায়রবি বিসর্জন দেয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ নিজের 'আমি' না থেকে আল্লাহ্র 'আমি' হয়ে যাওয়ায়। ইসলাম দিয়েছে পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর গভীর তাৎপর্য হলো মোমেনদের ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ভিন্ন আদর্শ বা ধর্ম হতে কোন নিয়ম নীতি আমদানী করার কোনই প্রয়োজন পড়ে না। যদি তাই করতে হয় তবে ইসলামের পূর্ণতায় যে মহা-আঘাত হানা হয় তা উপলব্ধি করার মত বোধ শক্তিও স্বার্থান্ধ ও ধর্মান্ধ মোল্লা ভাইয়েরা হারিয়ে বসেছেন। হৈ হল্লা দ্বারা তারা ইসলাম কায়েম করতে চান। অথচ উপলব্ধি করছেন না যে, ইসলামের জন্য তারা কেবল ভাষা পরিভাষাই আমদানী করেছে না, আন্দোলনের উপাদান হিসেবে ব্লাস ফেমি আইন, লং মার্চ, মিছিল, হরতাল, ঘেরাও এসবও 'কর্জ' করছেন। তাদের আন্দোলনে নিজেদের খায়েশে প্রণীত কর্মকাণ্ডে ইসলামের স্থান দখল করে বসে। এভাবেই

ইসলামকে বিকৃত করে তারা আনন্দে মাতায়ারা। অথচ তারা ভেবে দেখেন না যে, কোন নবী রসূল এ ধরনের কর্ম-পদ্ধতি দ্বারা পরিচালিত হননি। তারা কোন কোন এনজিওর বিরুদ্ধে সাহায্য সহায়তার আড়ালে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের অভিযোগ আনছেন আবার তারাই খৃষ্টানী আইনের (ব্লাসফেমি) প্রবর্তনের প্রয়াশ দ্বারা ওসব এনজিওর এজেন্ট বা সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন। এ সবই উচ্চ হতে তুচ্ছে পরিণত হওয়ার কারণে। যেসব কারণে শ্রেষ্ঠ উম্মতের মহাপতন ও আলেমগণ 'নিকৃষ্টতম জীবে' পরিণত হলো তা হতে মুক্ত হওয়ার একাগ্র সাধনায় তৎপর হওয়াই আবার তুচ্ছ হতে উচ্চে উঠার সুনির্দিষ্ট পথ।

০ বর্তমানে একমাত্র আহমদীয়া জামাতই প্রকৃত ইসলামের সন্ধান দিতে পারে। ইসলামের পুনর্জীবন ও পুনর্বাসনের জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশ প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও ইমাম মাহদী (আঃ) দ্বারা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পূণ্য নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) (১৮৩৫-১৯০৮)। তাঁর ইন্তেকালের পর পুনরায় প্রকৃত ইসলামি খেলাফত কায়েম হয়েছে। এখন চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-এর নেতৃত্বে এই জামা'ত পরিচালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ৫৪টি ভাষায় কুরআনের তরজমা ব্যাখ্যা সহ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ১৪৩টি দেশে পাঁচ সহস্রাধিক প্রচার কেন্দ্র (মিশন) স্থাপন করে এ জামাত নিরলসভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার কাজ করে যাচ্ছে।

০ আমাদের বিনীত আবেদন—তাক্‌ওয়ার সাথে মুক্ত মন ও জাগ্রত বিবেক নিয়ে আমাদের কথা, আমাদের মুখ থেকে শুনুন। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা প্রত্যক্ষ করুন। আমাদের বই-পুস্তকাদি পড়ে বুঝার জন্য তকলিফটুকু নিন। কাছে এসে দেখুন আমরা শুধু আমাদেরই নয় আপনাদের জন্যও সামগ্রিক কল্যাণ কামনা করছি। আমাদের কথা, আমাদের দাবী আপনার কাছে সত্য প্রতিপন্ন হলে আমাদের সাথী হউন, সহযোগী ও সহকর্মী হউন। অসত্য বলে বুঝতে পারলে আমাদের ভুল ভেংগে দিন। হৃদয় নিংড়ানো দরদ দিয়ে নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবাগণ মানুষকে ইসলাম বুঝানোর চেষ্টা করে গেছেন। তাঁরই (সাঃ) উম্মত হওয়ার দাবী করে 'কাদিয়ানীদের আস্তানা' জবর দখলের জোর উচ্চারণ, তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালানো পোড়ানো, তাদেরকে দেশ ছাড়া করার স্লোগান, ১৯৯২ সালের ২৯শে অক্টোবর ৪নং বকশী বাজারস্থ তাদের হেড কোয়ার্টারে আগুন লাগিয়ে দেয়ার মধ্যে মহানবী (সাঃ) এর প্রেম-প্রীতি, ভালবাসার কোন প্রতিফলন ঘটে কি ? উল্লেখ্য যে, প্রেরিত পুরুষের অনুপম চরিত্র, মহান ব্যক্তিত্ব ও অনন্য সাধারণ মেধার কল্যাণ পরশেই মানুষের সব আবিলতা মুছে যায়। জোর করে কাকেও সত্য উপলব্ধি করানো যায় না বলেই ইসলাম প্রচারে এর কোন স্থান নেই। ইসলামি নিয়ম-নীতিতেই প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করে আবার নিশ্চয় তুচ্ছ হতে উচ্চে উঠা অর্থাৎ 'শ্রেষ্ঠ উম্মত' হওয়া যাবে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত একাগ্রচিত্তে সে সাধনা ও প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ্‌ আমাদের সবার সহায় হউন। আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ কর্তৃক ৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে প্রকাশিত।